ভূমিকা ঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং জারীকৃত আদেশসমূহ সংকলিত অবস্থায় পুস্তকাকারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছাড়াও আইনজীবী ও লেখকগণ প্রকাশ করে বাজারে সহজপ্রাপ্য রাখছেন। কিন্তু আইন, আদেশ ও বিধানাবলী ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ্যে সহজবোধ্য নাও হতে পারে। অথচ স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাবে অনেক করদাতা যথাযথভাবে কর প্রদান করতে পারেন না। করদাতা এবং ক্রেতা সাধারণকে কর প্রদান ও কর আদায় নিশ্চিত করতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহজবোধ্যভাবে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, টার্ণওভার কর ও আবগারী শুল্ক সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পুস্তিকাসমূহ প্রণয়ন করেছে ঃ

পুস্তিকা নং-১ ঃ মূসক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য
পুস্তিকা নং-২ ঃ নিবন্ধন
পুস্তিকা নং-৩ ঃ টার্ণওভার কর
পুস্তিকা নং-৪ ঃ মূল্য ঘোষণা
পুস্তিকা নং-৫ ঃ হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি সংরক্ষণ
পুস্তিকা নং-৬ ঃ চালানপত্র
পুস্তিকা নং-৭ ঃ উপকরণ কর রেয়াত ও সমন্বয়
পুস্তিকা নং-৮ ঃ দাখিলপত্র
পুস্তিকা নং-৯ ঃ ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক
পুস্তিকা নং-১০ ঃ মূসক ব্যবস্থায় ECR/POS ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১১ ঃ মূসক ব্যবস্থায় স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১২ ঃ ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং এবং বীমা সেবার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৩ ঃ আমদানি পর্যায়ে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৪ ঃ মূসক ব্যবস্থায় রপ্তানি কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৫ ঃ মূসক ব্যবস্থায় প্রত্যর্পণ কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৬ ঃ অপরাধ, শাস্তি ও আপীলের বিধান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে যে, প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহ পাঠে করদাতা ও ক্রেতা সাধারণ মূল্য সংযোজন কর আইন ও প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং তা সরকারের রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

০১। ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) কি?

এটি একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যার মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের হিসাব সম্পন্ন ও সংরক্ষণ করা যায়। এ মেশিন অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে বিক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার উপর প্রযোজ্য মূসক নির্ণয়পূর্বক স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালান ইস্যু করতে পারে।

০২। POS (Point of Sales) কি?

POS এক ধরণের সফট্ওয়্যার। এটি Automatic Data Processing মেশিনে Program করা থাকে। যে সকল বিক্রয়কেন্দ্রে/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একাধিক ক্যাশ কাউন্টার থেকে পণ্য বিক্রয় করা হয়, তারা একটি একীভুত সিস্টেমের মধ্যে আলাদাভাবে একাধিক POS ব্যবহার করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রতিটি বিক্রয় পয়েন্টে আলাদাভাবে Fiscal printer ব্যবহার করতে হবে।

০৩। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান/দোকানের জন্য ECR/POS ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে?

দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কর্তৃক নির্বাচিত নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদানকারী এবং বড় ও মাঝারী ব্যবসায়ী কর্তৃক বিক্রয় হিসাব সংরক্ষণ ও মূসক চালানপত্র ইস্যুর জন্য ECR বা POS ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(১) হোটেল
(২) রেস্তোরা ও ফাস্ট ফুড সপ
(৩) মিষ্টান্ন ভান্ডার
(৪) আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র
(৫) বিউটি পার্লার
(৬) কমিউনিটি সেন্টার
(৭) মেট্রোপলিটন এলাকার অভিজাত শপিং সেন্টার এর অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যবপসায়ী প্রতিষ্ঠান
(৮) ডিপার্টমেন্টাল স্টোর
(৯) জেনারেল স্টোর

(১০) অন্যান্য বড় ও মাঝারী ব্যবসায়ী (পাইকারী ও খুচরা) প্রতিষ্ঠান
(১১) স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী।

০৪। ECR মেশিনে কি কি সুবিধা থাকতে হবে?

(১) বাংলাদেশের আবহাওয়া-উপযোগী ও উন্নত মানের যে কোন ব্র্যান্ডের ECR মেশিন অথবা POS (Point of Sales) Software ব্যবহার করতে হবে যাতে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকবে, যথাঃ-

(ক) মেশিনে অপরিবর্তনীয় Financial Memory কার্যক্ষম থাকতে হবে;
(খ) মেশিনে বিক্রয়-তথ্য এন্ট্রি করার ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(গ) মেশিনে বিক্রয়-তথ্য এন্ট্রি করার পর কোন data পরিবর্তন করা অথবা মুছে ফেলা (Delete) যাবে না এমন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(ঘ) মেশিন একইসংগে দুই প্রস্থে চালানপত্র বা রিপোর্ট মুদ্রণের ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে; এবং
(ঙ) POS (Point of Sales) Software ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি বিক্রয় পয়েন্টে Fiscal Printer ব্যবহার করতে হবে।

০৫। ECR মেশিন কিভাবে ক্রয় করা যাবে?

মেশিন ব্যবহারকারী করদাতা সরাসরি মেশিন প্রস্তুতকারক অথবা আমদানিকারক অথবা ডিলার এর নিকট হতে ECR মেশিন অথবা POS Software ক্রয় বা সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে, এক্ষেত্রে মেশিন সরবরাহকারী কর্তৃক ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য যন্ত্রাংশ পরিবর্তন এবং মেরামতের সুযোগ প্রদান করতে হবে।

০৬। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলে ECR মেশিন ব্যবহারের পদ্ধতি কি?

বিদ্যুৎ চালিত ECR মেশিন অথবা POS (Point of Sales) Software এর ক্ষেত্রে মেশিন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলে তাৎক্ষণিক ব্যাটারী ব্যাক-আপ সুবিধাসহ স্থায়ী ব্যাক-আপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক, যেন তাৎক্ষণিকভাবে কোন বিক্রয় তথ্য এন্ট্রি দিতে সমস্যা না হয়।

০৭। ECR মেশিন প্রতিস্থাপনের পরে করদাতার প্রাথমিক দায়িত্ব কি?

- প্রত্যেক ECR মেশিন অথবা POS (Point of Sales) Software ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ECR মেশিন অথবা POS (Point of Sales) Software প্রতিস্থাপনের ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মূসক বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

- উক্তরূপ অবহিত করণের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সিস্টেম এনালিষ্ট/কম্পিউটার প্রোগ্রামার ও সংশ্লিষ্ট মূসক বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি টীম বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ECR অথবা POS (Point of Sales) Software পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান আছে কিনা-এ মর্মে দুই প্রস্থে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

- প্রত্যয়নপত্রের এক প্রস্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এবং অপর প্রস্থ মূসক বিভাগীয় কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে।

০৮। মেশিন বিকল/অকেজো হলে করদাতার করণীয় কি?

কোন করদাতার মেশিন বিকল/অকেজো হলে তিনি ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে বিষয়টি স্থানীয় মূসক কার্যালয়কে ও মেশিন সরবরাহকারীকে অবহিত করবেন এবং দ্রুত মেশিনের মেরামত নিশ্চিত করবেন। মেশিন সম্পূর্ণ অকার্যকর হলে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর বিভাগীয় কার্যালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে এবং ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে একটি নতুন মেশিন ক্রয় করতে হবে।

০৯। ECR মেশিনে বা POS Software এর চালানে/রিপোর্টে কি কি তথ্য থাকবে?

প্রতিটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত দুই প্রস্থ চালানপত্র (মূসক-১১) প্রস্তুত করতঃ এক প্রস্থ ক্রেতাকে প্রদান এবং অপর প্রস্থ চলমান শীটে রোল আকারে সংরক্ষণ করতে হবে। চালানপত্রে নিম্নোক্ত তথ্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে, যথাঃ-
(১) করদাতার নাম, ঠিকানা ও মূসক নিবন্ধন নম্বর;
(২) চালানপত্রের ক্রমিক সংখ্যা, ইস্যুর তারিখ ও সময়;

(৩) বিক্রিত পণ্য/সেবার নাম, পরিমাণ, মূল্য ও মূসকের পরিমাণ; এবং

(৪) মেশিনের ক্রমিক সংখ্যা।

১০। ECR মেশিন দ্বারা প্রণীত রিপোর্টসমূহ কি কি এবং তা কি উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে?

(১) যে কোন সময়ের বিক্রয়মূল্য ও প্রদেয় মূসকের পরিমাণ জানার জন্য রিপোর্ট প্রণয়নের ব্যবস্থা ECR মেশিনে থাকতে হবে। এই রিপোর্টকে 'S' রিপোর্ট বলা হয়;

(২) প্রত্যেক দিন শেষে উক্ত দিনের মোট বিক্রয় মূল্য ও মোট প্রদেয় মূসকের পরিমাণ জানার জন্য 'D' রিপোর্ট নামে একটি রিপোর্ট প্রণয়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতি দিনের 'D' রিপোর্টের একটি হার্ডকপি করদাতার ব্যবসায় অঙ্গনে সংরক্ষণ করতে হবে;

(৩) প্রতি কর মেয়াদের মোট বিক্রয়মূল্য ও মোট মূসকের পরিমাণ সম্বলিত 'M' রিপোর্ট প্রণয়ন এবং 'M' রিপোর্ট (প্রদেয় মূসক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালানের কপিসহ) দাখিলপত্র (মূসক-১৯) এর সাথে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১১। ECR মেশিন সাময়িকভাবে অকেজো হলে কিভাবে মূসক তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে?

- ECR মেশিন অকেজো হয়ে গেলে বা নতুন মিশন ক্রয়ে বিলম্ব হলে বিক্রেতা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মূসক-১১ চালানপত্র ইস্যু করবেন এবং বিক্রয় তথ্য "বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার" (মূসক-১৭) এ সংরক্ষণ করবেন।
- মেরামতকালীন সময় বা নতুন মেশিন ক্রয়কালীন সময়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মূসক-১১ এর তথ্য মেরামতকৃত বা নতুন মেশিনে এন্ট্রির ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং মেশিন মেরামত বা ক্রয়ের পর উক্ত তথ্য মেশিনে এন্ট্রি করে নিতে হবে।

১২। মূসক কর্মকর্তা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহারকৃত ECR মেশিন পরিদর্শন করতে পারবেন কিনা?

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬ অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন মূসক কর্মকর্তা মেশিন ও বিক্রয়-তথ্য সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়ে পরীক্ষা করে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন, যথা:-

(ক) মেশিনটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা;

(খ) করদাতা প্রত্যেকটি বিক্রয়ের বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করছেন কিনা;

(গ) দৈনিক মোট বিক্রয়মূল্য ও মূসক সম্বলিত 'D' রিপোর্ট প্রণয়ন ও হার্ডকপি সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা; এবং

(ঘ) করদাতা প্রতি কর মেয়াদে মোট বিক্রয়মূল্য ও মূসকের পরিমাণ সম্বলিত 'M' রিপোর্ট প্রণয়ন করছেন কিনা এবং তা 'D' রিপোর্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা।

১৩। ECR মেশিন অথবা POS (Point of Sales) Software ব্যবহার বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার না করলে অথবা যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে কি হবে?

ECR মেশিন অথবা POS (Point of Sales) Software ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার না করলে অথবা ECR মেশিন বা POS (Point of Sales) Software যথাযথভাবে ব্যবহার না করায় রাজস্ব ফাঁকির ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হলে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ অনুযায়ী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

এ পুস্তিকার কোন বক্তব্য বা পরিভাষা বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন ও এর বিধিবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলে আইন ও বিধিবিধানের পরিভাষাই প্রাধিকার পাবে। এ বিষয়ে আরো কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মূসক স্থানীয় কার্যালয় (সার্কেল), বিভাগীয় দপ্তর, কমিশনারেটের সদর দপ্তর, নিকটস্থ মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক অনুবিভাগের কোন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূল্য সংযোজন কর অনুবিভাগ, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৩০৬৬২, ৮৩৬১৪৩২, ৯৩৫২৫৩০, ৯৩৫৮৭২৮, ৮৩২২৬৯৯ পিএবিএক্সঃ ৮৩১৮১২০-২৬ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৬১৪৩
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), মূল্য সংযোজন কর, ৬ষ্ঠ তলা, দ্বিতীয় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৬২৯৬২, ৯৩৬২৯৬৩, ৯৩৬২৯৬৪, ৯৩৬২৯৬৫ ফ্যাক্সঃ ৯৩৬২৯৬০
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট, ১৬০/এ, আইডিইবি ভবন (৪র্থ ও ৫ম তলা), কাকরাইল, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৩৫৫৯৬৪, ৯৩৩৭২৪৫, ৯৩৪০১২৪, ৯৩৫১৬৯৬ পিএবিএক্সঃ৮৩১১৮১১-৪ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৫৪৫৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট, বাড়ী-০৬, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৯৬৩১১৫, ৮৯৬৩১১৬, ৮৯৬৩১১৮, ৮৯১১৬৪৯ ফ্যাক্সঃ ৮৯১৩৪৩৩
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, চট্টগ্রাম কমিশনারেট, সিজিও বিল্ডিং নং-১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	ফোনঃ ২৫২৪০৩৭, ৭২১৪৩২, ৭২৩১৩৩, ৭২৪০৮৬ ফ্যাক্সঃ ৭১৫৮০৮
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, রাজশাহী কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯৬, সেক্টর-০২, রাজশাহী হাউজিং এস্টেট, উপশহর, রাজশাহী।	ফোনঃ ৮৬১১০১, ৮৬১১০৫, ৮৬১১০৩, ৮৬১১০৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬১৭১৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, সিলেট কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯, রোড-১৪/২৪, ব্লক-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।	ফোনঃ ২৮৩০৭৪১, ৮১০০৮৩, ৮১০০৮১ ফ্যাক্সঃ ২৮৩১৫৯৬
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, খুলনা কমিশনারেট, খালিশপুর, খুলনা।	ফোনঃ ৭৬১৭০৩, ৭৬২৪২৮, ৮৬১২১৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬২৫৯৪
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, যশোর কমিশনারেট, ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর।	ফোনঃ ৬৮৪৩৪, ৬৮৪৩৫ ফ্যাক্সঃ ৬৩৪০৫।